ইন অ্যা ডার্ক ডার্ক উড

রুথ ওয়্যার

অনুবাদঃ শাওন আরাফাত

অবসর

আমি দৌড়াচ্ছি।

দৌড়াচ্ছি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। জঙ্গলে চাঁদের আলো পড়ছে। দেখতে পাচ্ছি আমার জামাকাপড় জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। খানিক পরপর পা আটকে যাচ্ছে ঘন তুষারে। কাঁটাঝোপ হাতে বিঁধছে। ব্যথা পাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে।

শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু থামলে চলবে না। আমাকে দৌড়ে যেতে হবে। যেতেই হবে।

আমি দৌড়াচ্ছি। মাথার ভিতরে বেজে চলেছে কেবল একটাই শব্দ।

জেমস। জেমস। জেমস।

আমাকে খুব দ্রুত পৌঁছতে হবে। রাস্তায় ওঠার আগেই যদি...

তখনই দেখলাম ওটাকে। চাঁদের আলোয় কুচকুচে কালো একটা সাপের মতো কী যেন এগিয়ে আসছে! ইঞ্জিনের গর্জন শুনে বুঝলাম গাড়ি। ফ্ল্যাশ লাইটের আলো সরাসরি চোখে এসে লাগছে।

চলে যাচ্ছে ওটা? আমি কি খুব দেরি করে ফেলেছি?

নাহ, গাড়িটির নাগাল আমাকে পেতেই হবে। নিচেই দেখতে পাচ্ছি রাস্তা। নিজেকে ঢালে গড়িয়ে দিলাম। ত্রিশ মিটার নেমেই উঠে দাঁড়ালাম। তারপর দ্রুত পা চালালাম। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। সেই ঢিপঢিপানির মধ্যেও জেমসের নাম বেজে চলেছে।

রাস্তায় উঠে দেখলাম গাড়িটা খুব কাছে চলে এসেছে। সত্যিই দেরি করে ফেলেছি। ওটাকে আর থামাতে পারবো না বোধহয়। তবুও শেষ একটা চেষ্টা করলাম। দু'হাত প্রসারিত করে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "থামোওওও।"

১

কষ্ট হচ্ছে। সবকিছু অসহ্য লাগছে। আলোর ঝলকানিতে তাকাতে পারছি না, প্রচণ্ড মাথাব্যথা করছে। নাকের মধ্যে রক্তের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি, হাতেও দেখলাম আঠালো কী যেন লেগে আছে।

"লিওনোরা?"

কে যেন আমাকে ডাকলো। স্বরটা ম্লান মনে হল। আমি মাথা নাড়লাম। কিছু বললাম না।

ও আবার বলে উঠলো, "লিওনোরা, তুমি এখানে নিরাপদ। এটি একটি হাসপাতাল। তোমার হাড়গোড় ভেঙেছে কি না, তা শুধু পরীক্ষা করা বাকি। ওটা এখনই করা হবে।"

কণ্ঠস্বরটা একজন মহিলার। এবার বুঝলাম সে মোটেও ম্লান স্বরে কথা বলছে না, বলছে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ও জোরে। প্রচণ্ড শারীরিক ব্যথার কারণে শব্দগুলো আমার কানে ম্লান হয়ে ঢুকছে।

"তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব আছে যাকে আমরা ফোন করতে পারি?" আবার শুনলাম। শুনে মাথা ঝাঁকাতে যাবো, তখনই মহিলা আবার বলে উঠলো, "আস্তে, সাবধানে..."

"নোরা," বিড়বিড় করলাম।

"আচ্ছা, নোরাকে ডাকবো? কে নোরা?"

"আ...মি। আমার নাম নোরা।"

"ঠিক আছে, নোরা। রিল্যাক্স। তুমি প্রায় সুস্থ এখন।"

কিন্তু আমি না। সর্বাঙ্গে আমার যন্ত্রণা।

ঠিক কী হয়েছিল আমার? কী করেছিলাম আমি? মনে করতে চেষ্টা করলাম।

২

ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে আমি পার্কে যাই, দৌড়াতে। প্রায় নয় মাইল দৌড়াই রোজ। ঘুম ভেঙেছে মাত্র। প্রথমেই মনে পড়লো দৌড়ুতে যাবার কথা। শরতের সূর্য জানালার ফাঁক গলে বিছানার চাদরে উজ্জ্বল আলো ফেলছে। রাতে মনে হয় বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাছ। গাছের পাতায় দেখলাম কেমন যেন সোনালি-বাদামির আস্তরণ পড়েছে। চোখ বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙলাম একটা।

আমার সকাল সব সময় এভাবেই শুরু হয়।

হতে পারে এটি একা থাকার ফল। একা থাকলে, নিজের পছন্দমতো সময় সেট করা যায়। যখন ইচ্ছে, তখন বাইরে যাওয়া যায়। এখানে আর কেউ না থাকায়, অপ্রত্যাশিত কিছু তেমন ঘটে না। মানে ধরুন, কাল রাতে আপনি যেটা যেখানে রেখেছিলেন, আজ সব জায়গামতোই পাবেন। সবকিছু থাকবে কেবলই আপনার নিয়ন্ত্রণে।

আবার এটাও হতে পারে আমি ৯-৫টা চাকরি করি না বলে আমার দৈনন্দিন রুটিন একই রকম। মানে ধরুন, ওয়ার্ক ফ্রম হোমে অভ্যস্ত হলে, বিকেল পাঁচটায়ও আপনি হয়তো দেখবেন আপনি আপনার নাইট গাউন পরেই বসে আছেন। মাঝে মধ্যে সারা দিনে কেবল দুধওয়ালা ছাড়া আর কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর আমি শুনতেই পাই না। চাইলে অবশ্য রেডিওতে শুনতে পেতে পারি। আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমি খুবই জঘন্য, নিঃসঙ্গ একটি জীবনযাপন করছি? একদম ওরকম ভাববেন না। আসলে আমি এই জীবনটাই বেশি পছন্দ করি। একজন লেখক বা লেখিকার কাছে একা থাকতে পারাটা অনেকটা আশীর্বাদের মতো। যে গল্পগুলো আমি সাজাই, কিংবা যে চরিত্রগুলো বানাই, একা থাকি বলেই ওগুলোকে সব জীবন্ত করে তুলতে পারি। অবশ্য এ ধরনের একা এবং নিস্তরঙ্গ জীবন স্বাস্থ্যসম্মত নয়, এটা আমি মানি। সেজন্যই একটা দৈনন্দিন রুটিন বানিয়ে নিয়েছি।

সেই রুটিন মোতাবেক আমার দিন শুরু হয় সকাল সাড়ে ছয়টায়। অ্যালার্ম লাগে না, সূর্যের রশ্মিই ডেকে তোলে রোজ। তারপর ফোনের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হই গত রাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়নি।

সকাল সাতটায় রেডিও চালু করি। রেডিও ফোর আমার প্রিয় চ্যানেল। ওটাতে নব ঘুরিয়ে দেই। চলতে শুরু করলে, আমি উঠে গিয়ে কফি বানাই। ফ্ল্যাট ছোট হওয়ার কিছু সুবিধা আছে। বিছানায় বসেই কফি মেশিন, ফ্রিজ সব হাতের কাছে পেয়ে যাই।

রেডিও ফোর তাদের সারা দিনের অনুষ্ঠানের হেডলাইনগুলো বলা শেষ করতে না করতেই কফি বানানো হয়ে যায়। তারপর আয়েশ করে কফিতে চুমুক দেই, সাথে অবশ্য দুধ, একটা টোস্ট আর মাখনবিহীন জ্যামও থাকে। জ্যামকে মাখনবিহীন রাখার মানে কিন্তু এই না যে আমি ডায়েট সচেতন মেয়ে, আসলে আমি এই দুটোকে একসাথে খেতে পছন্দ করি না।

খাওয়ার পর কী করি, তা নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপরে। আবহাওয়া ভালো থাকলে দৌড়ুতে বেরোই। যদি বৃষ্টি হয় বা অন্য কোনো কারণে দৌড়ুতে ইচ্ছে না করে, আমি লম্বা একটা শাওয়ার নিয়ে ইমেইল চেক করতে বসি। তারপর কাজ শুরু করি।

আজকের দিনটা চমৎকার। শরীরে অহেতুক কোনো আলসেমিও ভর করেনি। সুতরাং ঠিক করলাম, তাজা বাতাস আর ভেজা মাটির স্বাদ নিতে কার্পণ্য করা চলবে না। দৌড় শেষ করে এসে গোসল করবো।

একটা টিশার্ট গায়ে চাপালাম। লেগিংস আর মোজা পরে নিয়ে দরজা খুললাম। তারপর তিন লাফে সিঁড়ি পার করে বাড়ির সামনের রাস্তায় নেমে জগিং করতে করতে বাস্তব দুনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

বেশিক্ষণ দৌড়াইনি, আবার কমও না। যতক্ষণ সাধারণত দৌড়াই, ঠিক ততখানি পরেই বাড়ি ফিরে এলাম। ঘেমে একাকার হয়ে আছি। অসহ্য গরম থেকে বাঁচতে প্রায় সাথে সাথেই শাওয়ারের নিচে শরীরকে উৎসর্গ করলাম। অনেকক্ষণ ধরে ভিজলাম। ভিজতে ভিজতে সারা দিনের টু-ডু লিস্টটা সাজিয়ে নিলাম। মজুত খাবার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, অনলাইন শপ থেকে কিছু অর্ডার করতে হবে। তারপর নিজের লেখা বইটিতে শেষ একবার চোখ বুলাতে হবে। এ সপ্তাহেই বইটা এডিটরের কাছে পাঠানোর কথা ছিল, অথচ লেখা শেষ করার পর শেষ চোখ বুলানোটা এখনো শুরুই করতে পারিনি। আবার আমার ওয়েবসাইটের কন্ট্যাক্ট ফর্মের মাধ্যমে যে ইমেইলগুলো আসে, সেগুলোও চেক করা দরকার। দীর্ঘদিন করা হয়নি, বেশিরভাগই বোধহয় স্প্যামে চলে গেছে।

মাঝে মাঝে এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইমেইলও থাকে, তবে বেশিরভাগই থাকে পাঠকদের মন্তব্য। কেউ আপনাকে চিঠি লিখছে, তার মানে ধরে নিতে হবে সে আপনার বই পছন্দ করেছে। অবশ্য বই পছন্দ করেনি, এমন কিছু মেইলও আমি পেয়েছি, কিন্তু পছন্দকারীদের সংখ্যাই বেশি। এরা নিজেদের অনুভূতির কথা জানায়, আমার ব্যক্তিগত চিন্তাকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়। বিষয়টা একজন লেখিকা হিসেবে আনন্দের হলেও, আমার কাছে অস্বস্তিটাই লাগে বেশি। ওদের মতামতগুলো দেখলে আমার বারবারই মনে হয় ওরা বোধহয় আমার একান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরি পড়ে ফেলেছে। আমি জানি না নিজেকে এই ব্যাপারটার সাথে কখনো মানিয়ে নিতে পারবো কি না, তবে বুঝতে পারি, মানিয়ে নেওয়াটা জরুরি। নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করে তোলার চেষ্টাও করছি আজকাল।

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে জামাকাপড় পরে ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। ইমেইলগুলো চেক করতে গিয়ে, প্রথমেই যেটি চোখের সামনে এলো চিন্তা না করেই ডিলিট করে দিতে হল ওটা। ভায়াগ্রা। ভায়াগ্রার বিজ্ঞাপন। একনজরেই বুঝেছিলাম বেচারা ইমেইল দাতা মেয়েদের সন্তুষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, সঙ্গে এক রাশিয়ান মেয়ের ছবিও জুড়ে দিয়েছে।

যাইহোক, ডিলিট করে স্ক্রল করলাম।

পরে দেখি...

আরেকটা ইমেইল।

পাঠিয়েছে ফ্লোরেন্স ক্লে নামের কেউ একজন। সাবজেক্ট লাইনে লেখা—'ক্লেরা'স হেন!!!'

ক্লেরা!

আমি তো কোনো ক্লেরাকে চিনি না, একজন ছাড়া...

আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলো। অসম্ভব, ও হতে পারে না! তাকে তো আমি দশ বছর দেখিইনি!

কয়েক মুহূর্ত ডিলিট বাটনের চারপাশে আঙুল বুলালাম। তারপর কী ভেবে যেন খুললাম মেসেজটা।

> হ্যালো!!!
>
> যারা আমাকে চেনো না, তাদেরকে আগেই নিজের পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম ফ্লো, ইউনিভার্সিটি জীবন থেকেই আমি ক্লেরার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওর সম্মান রক্ষার্থে আমি যে কোনোকিছু করতে প্রস্তুত। যাইহোক, সামনে ওর বিয়ে এবং আমি ওর জন্য একটা হেন-ডু'র (ব্যাচেলর পার্টি) আয়োজন করতে চলেছি।

ক্লেরার সাথে এটা নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম। ও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে আর দশজনের মতো বস্তাপচা ব্যাচেলর পার্টি সে চায় না, কিছু করলে তা যেন অবশ্যই অন্যরকম হয়। সুতরাং ভেবেচিন্তে একটা দারুণ প্ল্যান করা হয়েছে। নর্থম্বারল্যান্ডের জঙ্গলের মধ্যে একটা উইকেন্ড কাটাতে চলেছি আমরা। দারুণ মজা হবে সেখানে!

ক্লেরার সম্মতিতে তারিখ ঠিক করা হয়েছে ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর, অর্থাৎ সামনের সপ্তাহেই। আমি জানি এত কম সময়ের ব্যবধানে নিজেদের সব কাজ গুছিয়ে নিয়ে তোমাদের জন্য আমাদের সাথে যোগ দেয়াটা হয়তো ঝামেলার হবে। কিন্তু এটা ছাড়া আর কিছু আসলে করারও নেই। বিয়ে নিয়ে রাজ্যের ব্যস্ততা তো আছেই, আবার ক্রিসমাস এলো বলে! অনুরোধ করছি সবাইকে উপস্থিত থাকতে। মতামত জানিয়ো।

ভালোবাসা নিও—আশা করছি শীঘ্রই পুরনো বন্ধুদের সাথে নতুনদের একটা মেলবন্ধন তৈরি হতে যাচ্ছে।

ইতি,
ফ্লো।

হাতের নখ কখন যে মুখে চলে গেছে, খেয়ালই করিনি। অবাক হয়েছি খুব। স্ক্রিনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছি এটা নিয়ে।

হঠাৎ লক্ষ করলাম কেবল আমাকেই নয়, ইমেইলটা একই সাথে আরও কয়েক জনকে পাঠানো হয়েছে। আর কাদের পাঠানো হয়েছে, দেখতে গিয়ে দেখি সবগুলো নাম অপরিচিত, একটা ছাড়া। নিনা ডি সুজা।

নিনার নামটা দেখে নিশ্চিত হয়ে গেলাম ক্লেরার সম্পর্কে। আগে মনে একটু খটকা থাকলেও, এবার বুঝলাম এই ক্লেরাই হচ্ছে ক্লেরা ক্যাভেন্ডিশ। যতটুকু মনে পড়ে, স্কুল পাস করে সে ডারহাম কিংবা নিউক্যাসেলের কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। নর্থম্বারল্যান্ডের সেটিংটাও সেক্ষেত্রে জুতসই মনে হচ্ছে।

কিন্তু কেন? ক্লেরা ক্যাভেন্ডিশ আমাকে কেন তার ব্যাচেলর পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে? এটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না আমার।

ভুল হচ্ছে কোনো? হতে পারে ফ্লো ক্লেরার অ্যাড্রেস বুক থেকে তাকে না জানিয়েই আমিসহ আরও অনেকের ইমেইল অ্যাড্রেস নিয়ে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ইমেইল পাঠানো হয়েছে মাত্র ১২ জনকে। সংখ্যাটা বেশি নয়। এত কম মানুষের মধ্যে ভুল মানুষ থাকবার সম্ভাবনা কম।

ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। ঠায় বসে আছি। স্ক্রিন থেকে চোখ সরছে না। ফালতু মেইলগুলো ডিলিট করে ইনবক্স ফাঁকা করতে চেয়েছিলাম। এখন এটা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছি।

আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। দরজা পর্যন্ত গিয়েও কী যেন একটা চুম্বকের মতো টেনে ধরলো আমায়, ফিরে এলাম আবার ডেস্কের আছে। ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছে, আবার চোখও ফেরাতে পারছি না।

ক্লেরা ক্যাভেন্ডিশ! আমাকে কেন দাওয়াত দিলো? এতদিন পরে কী চায় ও? আবার যোগাযোগ যখন করতেই চাইলো, তখন এই ফ্লো'টাকে মাঝখানে টেনে আনলো কেন?

অনেকগুলো প্রশ্ন। অনবরত ভেবে চলেছি। উত্তর মিলছে না।

হঠাৎ মাথায় এলো একজন মানুষ আছে, যার কাছে হয়তো প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকতে পারে।

বসে পড়লাম ল্যাপটপের সামনে। তারপর দ্রুত নিনা ডি সুজাকে ইমেইল করলাম। সাবজেক্টে লিখলাম : হেন???

ইমেইল বডিতে লিখলাম :

প্রিয় এন,

আশা করি ভালো আছো। স্বীকার করতেই হচ্ছে ক্লেরার ব্যাচেলর নাইটের অতিথি তালিকায় নিজের নাম দেখে খুবই অবাক হয়েছি। যাচ্ছ নাকি তুমি?

পাঠিয়ে দিলাম দ্রুত। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

উত্তর এলো না। পরবর্তী ক'টা দিন এই বিষয়টাকে মাথা থেকে পুরোপুরি বের করে ফেলার চেষ্টা করলাম। নিজের বইয়ের কাজে ডুবে থাকলাম। কিন্তু ফ্লোরেন্সের এই অদ্ভুত ইমেইলটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। ওটা যেন জিহ্বার ডগায় আলসার হয়ে বসে আছে। ইতিমধ্যে অনেক ইমেইল এসেছে, ফ্লো'র মেইলটা নিচে তলিয়ে গেছে। কিন্তু নিজের অজান্তেই আমি বারবার স্ক্রল করে নিচে চলে যাচ্ছি। রোজ দেখি ওখানে কোনো রিপ্লাই নেই, তবুও নিজেকে শান্ত রাখতে পারি না। শতচেষ্টা সত্ত্বেও, ওটা থেকে বেরুতে পারলাম না এবং না বেরুতে পারাটা আমার দৈনন্দিন রুটিনে বাজে প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করলো।

ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছি। বারবার মনে মনে চিৎকার দিয়ে নিনাকে ডাকছি। অচিরেই খেয়াল করলাম যে কোনো জায়গায় হুটহাট আমি নিনার সাথে কাল্পনিক কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছি। ওর কাছ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাচ্ছি। পার্কে দৌড়ানোর সময়, রাতে রান্না করার সময়—সব সময়ই বিষয়টা ঘুরছে

মাথার ভেতর। ইমেইলের রিপ্লাই না পেয়ে নিনাকে কয়েকবার ফোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু কলটা করতে পারিনি। কী বলবো ওকে! কী জানতে চাইবো! যা জানতে চাই, তা তাকে কীভাবে বোঝাবো আমি, জানি না কিছুই।

আরও ক'দিন পর আমি সকালের নাস্তা করতে করতে ফোনে টুইটার স্ক্রল করছি, তখনই ইমেইল পেলাম একটা।

নিনা পাঠিয়েছে।

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে খুললাম ওটা।

নতুন কোনো ইমেইল না, আমার করা 'হেন???' সাবজেক্ট লাইনের মেইলটার রিপ্লাই।

লিখেছে,

> দোস্ত! অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই। মাত্রই তোমার মেইলটা দেখলাম। আর বলো না, হাসপাতাল থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায় অনেক। আর এত ব্যস্ততা! ফোনের স্ক্রিনে তাকানোর সময়ই একদম পাই না। যাইহোক, ক্লেরার বিয়ের ইনভাইটেশন কার্ড পেয়েছি। ভাবছি যাবো, কিন্তু ওর ঐ হেন পার্টিটাতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। তুমি যাচ্ছ নাকি? তুমি গেলে, আমিও যাবো।

কফিতে চুমুক দিতে ভুলিনি আমি। খেতে খেতেই স্ক্রিনে চোখ রেখেছি। রিপ্লাই দিতে গিয়েও দিলাম না সাথে সাথে। ভাবছি আমার প্রশ্নের জবাবগুলো জানার সম্ভাবনা নিনার কতটুকু! আমার সব প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলেও, কিছু বেসিক প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় তার কাছে থাকবে। যেমন, কবে বিয়ে? আমাকে হেন-পার্টিতে যেতে বলছে অথচ বিয়েতে দাওয়াত দিলো না কেন? কাকে বিয়ে করছে ও?

লিখলাম,

> আচ্ছা তুমি কী জানো...

শেষ করলাম না। মুছে দিলাম। নাহ, সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারছি না।

কেমন জানি লাগছে। অস্বস্তি হচ্ছে। প্রশ্নগুলোকে মনের গভীরে ঠেলে দিয়ে শাওয়ার নিতে গেলাম। গোসল শেষে ফিরে এসে দেখলাম দুটো নতুন মেসেজ এসেছে।

দুটোই এসেছে ফ্লো'র ইমেইলটার রিপ্লাইয়ে। একটা সম্ভবত তার কোনো বন্ধু হবে, লিখেছে পারিবারিক একটা অনুষ্ঠান থাকায় ক্লেরার পার্টিতে যোগ দিতে পারবে না। লেখার টোনে অনুতপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে।

পরের মেইলটা ফ্লো করেছে। রীতিমতো একটা চিঠি লিখে ফেলেছে মনে হচ্ছে এবং লিখেছে সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য করে।

প্রিয় লী,

তাড়া দেয়ার জন্য দুঃখিত, আমি আসলে নিশ্চিত হতে চাইছিলাম তুমি আমার আগের দিনের মেইলটা পেয়েছ কি না। ক্লেরার সাথে তোমার দীর্ঘদিন যোগাযোগ বন্ধ হলেও, সে কিন্তু প্রায়ই তোমার কথা বলে। খুব করে চাইছে তুমি যেন তার বিশেষ এই মুহূর্তটাতে তাকে সঙ্গ দাও। আমি শুনেছি স্কুলের পর থেকে তোমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, আমি জানিও না ঠিক কী হয়েছিল তোমাদের মধ্যে, যা-ই হোক না কেন, ক্লেরা সত্যিই তোমাকে খুব ভালোবাসে। এতদিনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা সেই ভালোবাসা একটুও কমাতে পারেনি। তুমি না এলে, পার্টিটা ওর জন্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্লিজ চলে আসো।

ইতি, ফ্লো।

ফ্লো'র ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমি না গেলে ক্লেরার ব্যাচেলর পার্টি জমবেই না! আমাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে...ইমেইলটা পড়ে আমার খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু খুশি হতে পারছি না, বরং বিরক্ত লাগছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে আমার উপরে গুপ্তচরবৃত্তি করা হচ্ছে।

ইমেইল থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে ফিরলাম। যে ডকুমেন্টটা নিয়ে কাজ করছিলাম, ওটা খুললাম। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও মনোযোগ দিতে পারলাম না, সারাক্ষণ ক্লেরার ঐ হেন-পার্টিই মাথার মধ্যে ঘুরছে। ফ্লো'র কথাগুলো যেন বাতাসে ভেসে ভেসে বারবার আমার কানে এসে বিঁধছে, প্রতিধ্বনির মতো ঘর কাঁপাচ্ছে। বিরক্ত লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছি না।

অতীতে ফিরতে চাই না আমি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ফিরবো না কখনো।

নিনার কথা অবশ্য আলাদা। নিনাও লন্ডনে থাকে এবং এখনো মাঝে মধ্যে আমাদের দেখা হয়। ও আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ক্লেরা, আমি কক্ষনো চাই না সে আমার বর্তমানে ফিরে আসুক। অতীতকে আমি যেভাবে ভুলে গেছি, তাকে ঠিক সেখানেই ফেলে এসেছি।

ক্লেরাকে যে একদম ভুলে যেতে পেরেছি, তা অবশ্য পুরোপুরি সত্য নয়। মনে পড়ে মাঝে মাঝে তার কথা। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল সে একসময় এবং বন্ধুত্বটা টিকেছিল অনেকদিন। তারপরই...আমাকে এগিয়ে যেতে হল। পেছনে ফিরে তাকাইনি আর, যাবার সময় একটা ফোন নাম্বারও দিয়ে আসিনি। তবে বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারও আগে।

খুব অস্থির অস্থির লাগছে। ভাবলাম কফি বানাই। যেই ভাবা, সেই কাজ। কিন্তু কফি মেশিনের হিসহিস আওয়াজের সাথে আপনাআপনিই হাতের নখ চলে গেলো আমার মুখে। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে ভাবছি ক্লেরার সাথে